স্বনির্বাচিত কবিতা
শৌভ চট্টোপাধ্যায়

মায়াকানন

৪

আমি রোজ ভুল পথে বাড়ি ফিরি। দূর থেকে দেখি, মৃগশিরা নীল হয়ে জ্বলে আছে ছাদের ওপরে। দোতলার বারান্দায়, কে যেন টাঙিয়ে রাখে অপেক্ষার ছায়া, ছোটখাটো অভিমান, রং- চটা স্নানের তোয়ালে।

এদিকে কি বৃষ্টি হ'ল? এখানে কি বৃষ্টি হয় রোজ? ঘুরে দেখি, কীভাবে পায়ের ছাপ চলে গেছে পেছনে—অনেক দূরে—জন্মেরও আগে। এতদূর হেঁটে আসা, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা—এসব সহজ নয়। আমাকে বিস্মিত করে আমার প্রতিভা! সমস্তদিন শুধু কড়া নাড়ি, সমস্তদিন—

তুমি এসে দরজা খুলে দাও!

৫

ধ্রুপদী লিরিক আর অভ্যাসের মাঝামাঝি আমাদের দু'কামরার ফ্ল্যাট। আমি তার দেয়ালে পেরেক পুঁতি, সন্ধ্যা হলে জ্বেলে দিই আলো। জানলার পর্দাগুলি টানটান করে রাখি। ভাবি, একদিন তোমাকে দ্যাখাবো, নির্মেঘ বারান্দা- জুড়ে সরু সরু ফাটলের দাগ। দ্যাখাবো, আসবাবের অপেক্ষায়, কীভাবে অন্ধকার ফুটে থাকে জানলার পাশে। বালি ও গন্ধক ঝরে, বাথরুমের কল থেকে, সারাদিন ঝরে যায় চোখের আড়ালে।

তবুও সমস্ত চিঠি এ- বাড়ির ঠিকানায় আসে। নাচের মাস্টার আসে ওপরের ফ্ল্যাটে। ঘুঙুরের শব্দে রোজ ঘুম ভেঙে যায়...

[মায়াকানন, ২০১৬, সৃষ্টিসুখ]

নিঃশব্দে অতিক্রম করি

৫২

বিপুল দূরত্ব হেঁটে, অবশেষে, চৌকাঠ থেকে
খাটের পায়ার কাছে পৌঁছল পিঁপড়ের সারি—
এই দৃশ্য দেখে, আনন্দ অপূর্ব হয়। মনে পড়ে,
মরুভূমি থেকে দেখা রাতের আকাশ—ছায়াপথ
নক্ষত্রে অবিশ্বাস্য ঘন হয়ে ছিল!

ভাবি, তাহলে কি
অনেকটা দূরে গেলে, দূরত্বও
ধীরে ধীরে, ক্ষীণ হয়ে আসে?

অথবা দূরত্ব এক ভাষাহীন মাঠ,
চরণে কুসুমচিহ্ন লেগে যায়, দেখি—

৫৫

"In the absence of names
Lies the origin of heavens and earth"
(Tao Te Ching)

সমস্ত শব্দেই একটা ডাক থাকে,
পাহারাও থাকে। যত বেশি কথা বলি,
তত আরো কেঁপে ওঠে বস্তুর ছায়া
তত বেশি স্পষ্ট হয়। গাছ- পাখি- জল
ক্রমশ দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যমান হয়...

শব্দের ভেতরে একটা ডাক থাকে,
ধারণাও থাকে। অথচ, সমস্যা ঠিক
সেটা নয়—

অনুপস্থিতির কোনো শব্দ নেই,
যদিও বিস্ময় আছে, সম্ভাবনা আছে

[নিঃশব্দে অতিক্রম করি, ২০১৯, শুধু বিঘে দুই]

ধ্বংসের দিকে ফেরানো একটি মুখ

১

এস, আলো জ্বালি। আর দেখ, কাচের ঢাকনার ওপর একটি মথ কেমন চুপ করে বসে আছে। আবার কখনো, পাগলের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে আলোটিকে ঘিরে। যেন এই আলোটুকুই তার সমগ্র অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। আসলে, একটা কেন্দ্র ছাড়া, অস্তিত্বের কল্পনাও অসম্ভব বলে মনে হয়। এমনকী অনুপস্থিতিও, ক্ষেত্রবিশেষে, একটা কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। পারে না কি?

আডর্নো বলেছিলেন, "আউশভিৎসের পর কবিতা লেখা, বর্বরতার নামান্তর।" যদিও, তাঁর এই কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তেও, কেউ না কেউ, নিশ্চয়ই একটি কবিতা লিখবে। যে- কবিতার কোনো পাঠক থাকবে না। যার শরীর থেকে, আস্তে আস্তে মুছে যাবে সমস্ত দৃশ্য, শব্দ, আলো আর ভাষা। শুধু এক অস্ফূট দীর্ঘশ্বাসের পালক, শূন্যের ভেতর, ভেসে বেড়াবে—ঘুরে, ঘুরে, ঘুরে, ঘুরে...

২

ঘুরে- ঘুরে, কেবলই ভাষার কাছে ফিরে আসছি।
দেখছি, ভাষা দিয়ে, গোটা একটা পৃথিবী
বানানো সম্ভব কি না। যদিও আমি ছাড়া,
আপাতত, সেখানে আর কোনো জনপ্রাণী নেই,
শুধু কিছু নুড়ি- পাথর, একটা শুকিয়ে- আসা ঝর্ণা, আর
অচেনা উদ্ভিদ, গুল্ম, এটুকুই...

ভাষা আগে, না কি দৃশ্য ও বস্তুপুঞ্জের এই
প্রসিদ্ধ সমাবেশ? ভাবতে ভাবতেই দেখি, চারিদিক
কেমন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। পায়ের তলায়,
মনে হল, মাটি কাঁপছে। তবে কি এবার
এই আলোটুকুও আর থাকবে না, নিভে যাবে?

মাঝেমধ্যে ভাবি, অন্ধরা ঠিক কীভাবে কবিতা লেখেন!

[অপ্রকাশিত]

=x=x=x=